দৈনিক ইনকিলাব

আন্তর্জাতিক

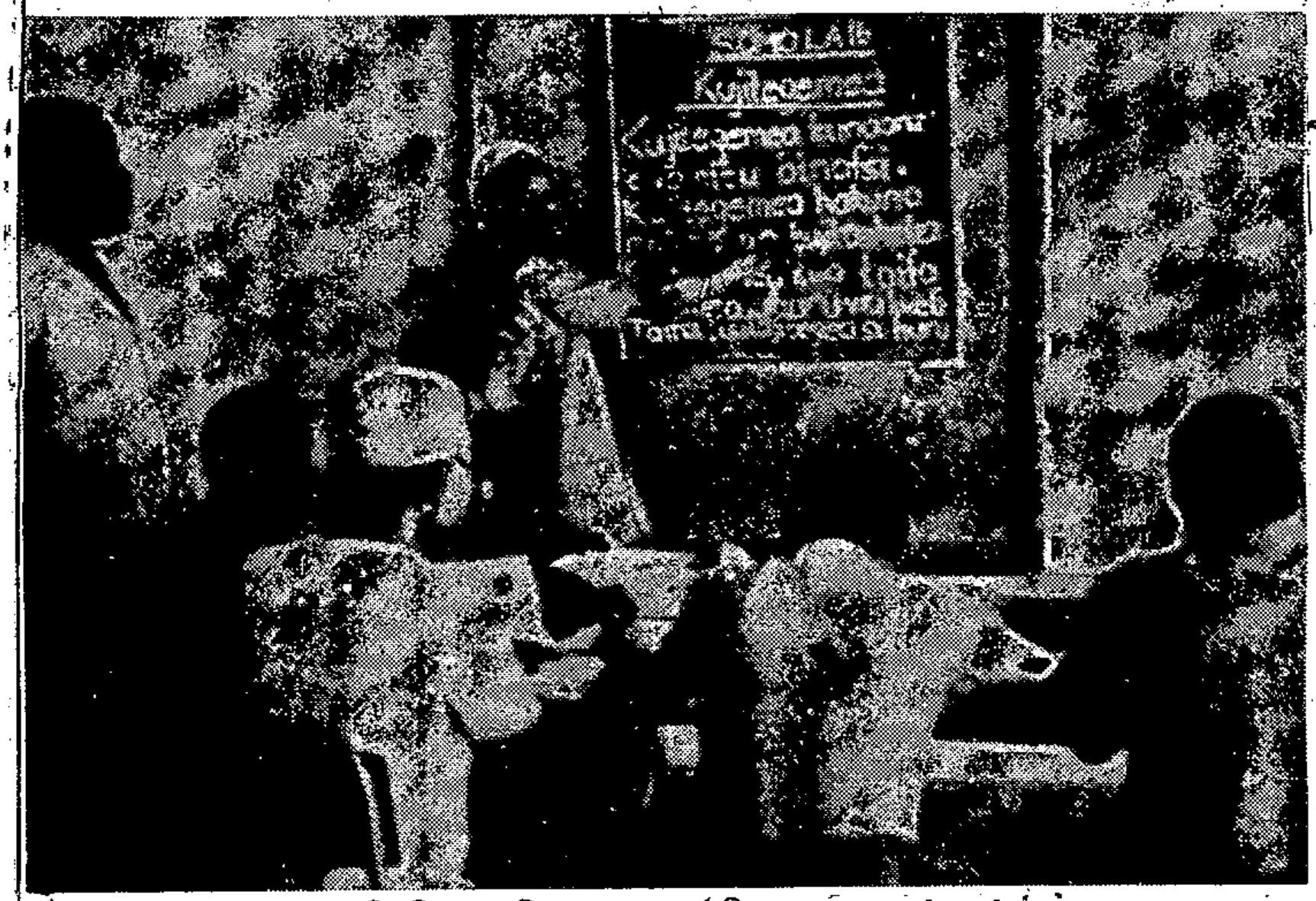

তানজানিয়ায় ইউনেসকো পরিচালিত একটি সাক্ষরতা কর্মসূচী

সংকটের আবর্তে ইউনেস্কো

১৯৪৬ সালে ইউনেস্কো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই প্রথমবারের মতো সংকটে পতিত হয়েছে। জাতিসংঘ শিক্ষা. বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থাটি অনেক বছর যাবত বিশ্বে অশিক্ষা দূরীকরণ ও সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের জন্য এ পর্যন্ত অনেক অর্থ ব্যয় করেছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও সংস্থাটি অনেকের সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনসহ অনেক পশ্চিমা সরকার ইউনেস্কোর আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি ও অব্যবস্থার জন্য অভিযোগ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন সংস্থার বাজেটের শতকরা ৩০ ভাগ অর্থ সরবরাহ করে। এ দু'টি দেশ সংস্থার আমূল সংস্কারের দাবী জানিয়ে সংসথা থেকে সরে গিয়েছেন। সংস্কার করা হলে আরো ১২টি দেশ সংস্থাটি ত্যাগ করবে বলে জানিয়েছেন। এ ১২টি দেশ সংস্থার বাজেটের শতকরা ৭০ ভাগ অর্থ যোগান।

এসব দেশ সংস্থার এ অব্যবস্থা ও দুর্বলতার জন্য এর মহাপরিচালক ৬৫ বছর বয়স্ক সেনেগালের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী আহমেদু মাহতার এমবোকে অভিযুক্ত করেছে। মাহতার এমবো তার পশ্চিমা বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন।

ইউনেস্কোর এ সমস্যাটি দেখা দেয় ১৯৭৮ সালে সংস্থা প্রণীত নয়া আর্ন্তজাতিক তথ্য ব্যবস্থা নিয়ে। পশ্চিমা দেশসমূহ নয়া আন্তর্জাতিক তথ্য ব্যবস্থা বলতে তথ্য ব্যবস্থার উপর অধিকতর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বোঝেন। অন্যদিকে এমবো নতুন ব্যবস্থা বলতে সংবাদ মাধ্যমের উপর সরকারী নিয়ন্তরণ আরোপ না করার নীতিই বোঝেন। কমিউনিষ্ট দলগুলোই সংবাদ মাধ্যমের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার নীতিতে বিশ্বাসী। সেজন্য তারা এ নীতিকে সমর্থন করেছেন। এর ফলে পশ্চিমা দেশসমূহে মাহতার এমবোর অস্বীকৃতি সত্ত্বেও পশ্চিমা দেশসমূহ ইউনেস্কো ও এর মহাপরিচালকের উপর অসন্তুষ্ট।

এসব দেশে অশিক্ষার বিরুদ্ধে ইউনেস্কোর কর্মসূচীকে মার্ক্সবাদীদের প্রচারণা বলে অভিহিত করেছে। তারা ইউনেস্কোর শিক্ষা কর্মসূচীকে ভবিষ্যত

ইউনেসকোর মহাপরিচালক এম'বো

জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নেতাদের শিক্ষা কোর্স বলে অভিহিত করেছে। এ শিক্ষা কোর্সটি বিপ্লবী চেতনা সৃষ্টিতে সাহায্য করবে। পশ্চিমা গোয়েন্দা কর্মকর্তারা একে 'সোভিয়েত গোয়েন্দার নিরাপদ ঘর' বলে অভিহিত করেছে। যখন ফরাসী প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কোয়েস মিতেরাঁ ১৯৮৩ সালে ৪৭ জন রাশিয়ানকে গোয়েন্দা কাজে জড়িত থাকার জন্য বহিষ্কার করেছে। এদের মধ্যে ৯ জন কূটনীতিবিদ. যারা ইউনেস্কোতে কার্যরত ছিল। এ ছাড়া বাকী ৩ জন রাশিয়ান কর্মচারী সদর দফতরে কার্যরত ছিলেন। এমবো ইউনেস্কোর ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে গিয়ে পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করে তুলেছেন। ইউনেস্কোর ব্যয়-বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর বাজেটের শতকরা ৭০ ভাগ ব্যয় প্যারিস সদর দফতরের কর্মচারীর ব্যয়ভার বহন করার জন্য ব্যয় করা হচ্ছে। এতে করে সংস্থার ভেতর অপব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা সংসথাকে অপ্রিয় করে তুলছে। সংস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের উপদেষ্টা ফ্রান্‌কলিন টনি বলেছেন, "ইউনেস্কোর স্বজনপ্রীতি ও অপচয় সবকিছুকেই ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

মহাপরিচালকের বিরুদ্ধে অপর একটি অভিযোগ হচ্ছে যে, তিনি লোক নিয়োগেও স্বজনপ্রতীতির আশ্রয় নিয়েছেন। সংস্থার আরেকজন প্রতিনিধি অভিযোগ করেছেন যে, 'এমবো একনায়কসুলভ পরিবেশে কাজ করছেন'। এমবোর মেয়াদ ১৯৮৭ সালে শেষ হয়ে যাবে। এমবো পুনরায় সংস্থার প্রধান হিসেবে কাজ করতে ইচ্ছুক। তার সৌভাগ্য যে, নির্বাহী বোর্ড আগামী নির্বাচনে তাকেই সমর্থন করছে। সংস্থার সাবেক সহকারী মহাপরিচালক নাজম্যান বলেছেন, এমবো যদি প্রার্থী হন তাহলে নিশ্চয়ই বিজয়ী হবেন। কিন্তু এতে সংস্থার ভেতর সংকট সৃষ্টি হবে। এমবো তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'সংস্থার বিরুদ্ধে একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র রয়েছে। পশ্চিমা দেশসমূহ এমবোর কার্যকলাপের জন্য ইউনেস্কোর মহাপরিচালক দু'বারের বেশী স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকার পক্ষপাতী নয়। কারণ এতে সংসথার দক্ষতা হ্রাস পাবে। এতদসত্ত্বেও এমবো তাঁর কার্যকালের জন্য প্রার্থী হওয়ার জন্য ইউনেস্কোর কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন এবং এমবো তার কার্যক্রমের জন্য পশ্চিমা বিশ্বের সমর্থন না পেলেও কমিউনিষ্ট ব্লকসহ তৃতীয় বিশ্বের সমর্থন লাভ করবেন। এমবো যদি আবার সংস্থার প্রধান নির্বাচিত হন তাহলে ইউনেস্কোর সংকট আরো বৃদিধ পাবে।